কালের কণ্ঠ

তারিখ 11.5 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ড. মো. নাছিম আখতার ▷

উত্তরপত্রের শিথিল মূল্যায়নে ক্ষতিই বেশি

দেশের একমাত্র উদ্বৃত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে মানবসম্পদ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তাদের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ তেল ব্যবহার করে পৃথিবীতে আয়েশি জীবন যাপন করছে। আমাদের ব্যবহার করতে হবে মানবসম্পদ। এই মানবসম্পদ ব্যবহারের সঠিক ব্যবস্থাপনা পৃথিবীতে আমাদের স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচতে সাহায্য করবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনার প্রথম শর্ত হলো শিক্ষা। আমাদের দেশের গুণীজনরা শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিমা ধাঁচ আনতে চেষ্টা করছেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ উন্নত সমাজব্যবস্থার অনুকরণই সর্বত্র হয়ে থাকে। কিন্তু যদি একটু বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, আমাদের সন্তানরা কি আমার পাশের বাড়ির নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা গরিব ছেলেটির মতো কষ্টসহিষ্ণু বা পরিশ্রমী? নিশ্চয়ই নয়। কারণ সচ্ছলতার কারণে আমার ছেলে-মেয়েকে আমি কষ্ট করতে দিচ্ছি না। ফলে সংসারসমুদ্র নামক স্থানে তাদের জীবনযাত্রা অনেক কঠিন। আর তাইতো তুলনামূলক নিম্নবিত্তের ছেলেরা কষ্টসহিষ্ণুতার কারণে জীবন প্রতিযোগিতায় ধনীর ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বসেরা ধনী ব্যক্তিদের বেশির ভাগই উঠে এসেছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল পরিবার থেকে। পুরো পৃথিবীকে যদি একটি অভিন্ন সমাজ ধরা হয় এবং প্রতিটি দেশকে যদি একটি পরিবার ধরা হয়, তাহলে সেই সমাজে আমাদের পরিবার হলো নিম্নবিত্ত। এর প্রত্যেক সদস্যই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে টিকে আছে। উদাহরণস্বরূপ কোনো একটি সরকারি চাকরির ৩৫টি পদের বিপরীতে পরীক্ষার্থী ৩৫ হাজার জন। আবার কোনো একটি সরকারি ব্যাংকের ২৬২টি পদের জন্য পরীক্ষার্থী দুই লাখ তিন হাজার জন। এমন তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে যারা প্রতি মুহূর্ত সংগ্রাম করে টিকে থাকছে তাদের দিগ্বিজয়ী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দরকার শুধু সততা, নিষ্ঠা, সঠিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা। উপরোল্লিখিত চাকরিপ্রার্থীর পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, আমাদের জনশক্তি দেশের বাইরেও সমাদৃত হতে হবে। তা না হলে বাড়বে সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে দরকার দুর্নীতিমুক্ত কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা।

বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পরীক্ষা অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নম্বর দেওয়ায় অতিমূল্যায়ন বন্ধ করতে হবে। কারণ নম্বরের অতিমূল্যায়ন মানুষের মধ্যে এক ধরনের গর্ব ও অহংকারের জন্ম দেয়। তার যে ঘাটতি আছে তা সে মোটেও উপলব্ধি করে না। বিষয়টি খুব বেশি ঘটছে আমাদের স্কুল-কলেজের পরীক্ষা ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। শিক্ষকতা পেশায় থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়গুলো বেশ গুরুতরভাবেই উপলব্ধি করছি। অনেক সময় আমাদের ছাত্ররা বলছে, 'স্যার, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিজিপিএ অনেক বেশি দেয়, আপনারা দিচ্ছেন না। ফলে আমরা চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়ছি।' আমি তখন উত্তর দিই, দেখো, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে সিজিপিএ ৩.৯৯ পাওয়া ছাত্রী ভর্তি হওয়ার পরও আমাদের এখানে মাস্টার্স করতে পারেনি। কিন্তু তোমরা সিজিপিএ ৩-এর ওপরে পেয়েই মাস্টার্স করার মতো ধৈর্য, সাহস ও সামর্থ্য অর্জন করেছ। এটা শুনে তারা সাময়িকভাবে আশ্বস্ত হয়; কিন্তু জানি না, এই রেকর্ড বাজিয়ে তাদের কতদিন শান্ত রাখতে পারব।

এবার আসি আমাদের পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষার ফলাফলের কথায়। একজন ছাত্র ৬০০-এর মধ্যে ৫৯৮ পাচ্ছে। এরা আসলে কী? মানব, নাকি অতিমানব! বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু এখন ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছি। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা তাঁদের স্কুলের ভালো ফল দেখাতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। এই সিন্ডিকেটের চেষ্টার ফসলই হলো অতিমূল্যায়িত নম্বর। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ছেলেদের নম্বর এমন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে বৃত্তি থেকে বাদ না পড়ে। আর বৃত্তি পেলেই সেখানে ছাত্র পিপীলিকার মতো ভিড় জমায় ভর্তির জন্য। তাঁদের আয় বাড়ে অনেক। ফলে এ ব্যাপারে সিন্ডিকেট তৈরিতে আর্থিক খরচ হলেও এটাকে তাঁরা বিনিয়োগ হিসেবেই নিচ্ছেন।

জনসংখ্যাকে পরিশ্রমী, অকুতোভয়, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়তে হলে আমাদের পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। নম্বরের অতিমূল্যায়ন বন্ধ করতে হবে। কারণ নম্বরের অতিমূল্যায়ন মানুষকে অধিক ভালো করার চেষ্টা থেকে বিরত করে দেয়। ধরুন, একজন ছাত্র ৬০০-তে ৫৯৮ পেয়েছে, তাহলে তার আর কোথায় উৎকর্ষসাধনের সুযোগ রইল? ফলে সে হয়ে পড়ে অলস, অহংকারী। দেশের জনগোষ্ঠীকে সম্পদ হিসেবে গড়তে চাই অত্যন্ত সুবিবেচিত পরিকল্পনা। সংখ্যানির্ভর তথাকথিত শিক্ষিত জাতির আত্মতুষ্টিতে ভুগে কোনো লাভ নেই। আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে জাতিকে গড়ে তুলতে হবে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে। উত্তরপত্রের শিথিল মূল্যায়ন নয়, সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই চিহ্নিত হবে বিশ্ব নাগরিক, যাদের কর্মসংস্থান কোনো ভৌগোলিক সীমারেখানির্ভর নয়, বরং মেধা, অধ্যবসায় ও দক্ষতানির্ভর।

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
drnasim@duet.ac.bd